তারিখ 21 AUG 1996
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

দৈনিক বাংলা

08

যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে ঃ সাদেক

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে. সাদেক বলেছেন, শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার কথা বিবেচনা করছে।

শিক্ষামন্ত্রী **সোমবার** জাতীয় সংসদে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ের উপর বক্তৃতাকালে একথা বলেন। মেজর (অবঃ) আকতারুজ্জামান (বিএনপি, কিশোরগঞ্জ) এবারের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার হ্রাস পেয়েছে শীর্ষক জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশ আলোচনার জন্য উপস্থাপন করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যা করা প্রয়োজন তা করা হবে।

সংসদ সদস্য মেজর (অবঃ) আকতারুজ্জামান কার্যপ্রণালী বিধির ৬৮ বিধি অনুসারে জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশে তিনি বলেন, প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল করার পর এ বছর দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার হ্রাস পেয়েছে। পাঁচটি বোর্ডে এবার পাসের হার শতকরা ৪২ দশমিক ৬১ ভাগ। ৯৫ সালে ছিল শতকরা ৭৩ দশমিক ২০ ভাগ। নোটিশে তিনি বলেন, এ বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল চার লাখ ৬৪ হাজার ২৬৭ জন। পাস করেছে মাত্র এক লাখ ৯৭ হাজার ৮১১ জন। তিনি উল্লেখ করেন বর্তমান বছরের পাসের হারের চিত্র খুবই ভয়াবহ। এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশের উচ্চ মাধ্যমিক, নিম্ন মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সঠিকভাবে পড়াশোনা হয় না।

মেজর (অবঃ) আকতারুজ্জামান বলেন, এই দেশের বেশীরভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। এই গরীব দুঃখী মানুষের সন্তানেরা যদি এসএসসি পরীক্ষায়ও পাস না করতে পারে তাহলে সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সুদূরপরাহত হয়ে যাবে। তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করে বর্তমান শিক্ষার এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি পথ খুঁজে বের করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে বলে নোটিশে উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ১৯৯২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ৫০০ নম্বর রচনামূলক এবং ৫০০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক করা হয়। এ জন্য ৫০০ নম্বরের প্রশ্ন ব্যাংক করা হয় এবং সকল বিদ্যালয়ে পাঠানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা এই ৫০০ নম্বরের প্রশ্ন ব্যাংক মুখস্থ করে। ফলে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু জ্ঞানের হার বৃদ্ধি পায়নি। ৯৫ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা ছিল।

তিনি বলেন, ১৯৯৬ সালে প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল করার পর রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হয় এবং বলা হয় পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে। ফলে এ বছর পাসের হার কম হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, এই পদ্ধতির ফলে পাঠ্যবই পড়ার হার বৃদ্ধি পাবে। শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থেকে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনায় মনোযোগী হবে। কোচিং হ্রাস এবং নকল করার প্রবণতা হ্রাস পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এছাড়া সকলকেই পাঠ্যবই পড়তে হবে।